যুগান্তর

তারিখ 2 APR 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম

যুগান্তর

রাজধানীর একটি কেন্দ্রে সোমবার এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

ভুল ওএমআরে পরীক্ষা গ্রহণ কুমিল্লা অঞ্চলে

এইচএসসি : ১ম দিনে বহিষ্কার ৩৩

যুগান্তর রিপোর্ট

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সোমবার শুরু হয়েছে। দেশের বাইরে ৫টি এবং সারাদেশে ২ হাজার ২৮৮টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। সারাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা হয়। তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অনেকটা ঢিলেঢালা ও দেখাদেখির পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেছে।

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

পরীক্ষা : ভুল ওএমআরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এর বাইরে কুমিল্লা বোর্ডের অধীন বিভিন্ন কেন্দ্রে ভুল ওএমআর ফরমে পরীক্ষা নেয়ার খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে মোট ৯ হাজার ৩০৬ জন পরীক্ষাদানে বিরত ছিল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩৩ জন শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল এক হাজার ৬২৩ জন ও কুমিল্লা বোর্ডে ৮৪১ জন অনুপস্থিত এবং বহিষ্কার ১ জন। যশোর বোর্ডে অনুপস্থিত ৮৪৬। রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ১১৬ জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৯৭ জন অনুপস্থিত, সিলেট বোর্ডে অনুপস্থিত ৩৭৩ জন এবং বহিষ্কার হয়েছে ১ জন। বরিশাল বোর্ডে ৩১৪ জন অনুপস্থিত। দিনাজপুর বোর্ডে অনুপস্থিত ৬৬৩ জন এবং বহিষ্কার হয়েছে ১ জন পরীক্ষার্থী। মাদ্রাসা বোর্ডে ১ হাজার ৫০৪ জন অনুপস্থিত এবং বহিষ্কার ৯ জন। কারিগরি বোর্ডে অনুপস্থিত ১ হাজার ৩২০ ও বহিষ্কার ২০ জন। সিলেটের সুনামগঞ্জে বাইরে থেকে মোবাইলে উত্তর এনে লেখার অভিযোগে এক ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকা কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিদর্শনে যান। এ সময় মন্ত্রী অবশ্য পরীক্ষার পরিবেশে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি পরীক্ষাকালে হরতাল না দেয়ার জন্য পুনরায় রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান জানান। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এসএম গোলাম ফারুক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক (মাউশি) অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিন এইচএসসিতে বাংলা প্রথম পত্র, আলিমে বাংলা সাহিত্য এবং এইচএসসিতে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় দ্বাদশ শ্রেণীতে বাংলা-২ ও একাদশ শ্রেণীতে বাংলা-১ বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। প্রথম তিনটি পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে চলে তিন ঘণ্টা। আর চতুর্থ পরীক্ষাটি শুরু হয় বেলা ২টায়। এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, প্রশ্ন তুলনামূলক কঠিন হয়েছে। বিশেষ করে সৃজনশীল পদ্ধতিতে করা প্রশ্নপত্রের বহুনির্বাচনি টাইপের অনুচ্ছেদ প্রশ্ন কঠিন হয়েছে। ৪০টি প্রশ্নের মধ্যে অন্তত ১২টি বইয়ের বাইরের। কুমিল্লায় এইচএসসি ও আলিমের ওএমআর (অপটিক্যাল মার্কস রিডার) ফরমের বাইরে থেকে করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কলেজের পরীক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেন জানান, উদ্দীপক থেকে উত্তর তৈরি করতে হয়। কোনটা গল্প বা প্রবন্ধ আবার কোনটা কবিতা থেকে আসবে। কিন্তু বহুনির্বাচনির ক্ষেত্রে ২৮টি বইয়ের ভেতর থেকে করা উত্তর বিকল্পেও ১২টি বাইরে থেকে এসেছে। এগুলো বুদ্ধি খাটিয়ে জবাব তৈরি করতে হয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে ভুল ওএমআর : এইচএসসিতে এবার ৭ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র হচ্ছে। এর মধ্যে সোমবারের বাংলায় সৃজনশীল প্রশ্ন ছিল। এই পদ্ধতিতে ৬০ নম্বর রচনামূলক ও ৪০ নম্বর বহুনির্বাচনি টাইপের হয়। জানা গেছে, বহুনির্বাচনি টাইপ উত্তর করতে হয় কম্পিউটারে পাঠযোগ্য ওএমআর ফরমে। কুমিল্লা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ওএমআর ফরম বিতরণের খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং আতংক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য কেন্দ্র সচিব এবং পরিদর্শকরা তাৎক্ষণিক সমাধান দেন এবং তাতেই উত্তর করা হয়। পরীক্ষার্থীরা এসএসসি লেখা কেটে পাশে এইচএসসি লিখে উত্তর দেয়। এরপরও এ সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরীক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে বোর্ডের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কামাল আহমেদ বলেন, আগের কেনা ওএমআর ফরম দিয়েই পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীরা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

কেন্দ্রেই মৃত্যু : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সাবের আহমেদ (১৯) নামে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী মারা গেছেন। জানা গেছে, পরীক্ষা চলাকালে বেলা ১২টার দিকে হঠাৎ সাবের আহমেদ তীব্র অসুস্থবোধ করেন। এ সময় তিনি বেঞ্চ হতে টেবিলের থেকে মাথায় পানি দেন। এছাড়া কেন্দ্রেই তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। এরপরও সাবের সুস্থ বোধ না করলে তাকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সেখানে নেয়ার পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সাবের।

পরীক্ষাকালে হরতাল না দেয়ার আহ্বান

এইচএসসি পরীক্ষার মাঝে হরতাল ডাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ১৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুছ স্বাক্ষরিত এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের এ হরতালে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারা বলেন, দেশের দশটি বোর্ডের অধীনে দশ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী যখন পরীক্ষার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে, সে সময়ে এ ধরনের হরতাল আহ্বান অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত এবং সব বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য। বিবৃতি দাতারা হলেন— কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, শামসুজ্জামান খান, রামেন্দু মজুমদার, হাশেম খান, ফেরদৌসী মজুমদার, মফিদুল হক, ডা. সারোয়ার আলী, সেলিনা হোসেন, ড. মুনতাসীর মামুন, গুণী কবির এবং গোলাম কুদ্দুছ।

বিবৃতিতে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ (স্বাশিপ) আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান আলম সাজু জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোন হরতাল না দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সব রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব মহলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা করেন।